দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: 06 SEP 2003
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সমস্যার আবর্তে ঢাবির ছাত্রী হলগুলো

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। সিট সংকটে ভুগছে ছাত্রীরা। নির্ধারিত সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি ছাত্রী অবস্থান করছে প্রতিটি রুমে। ডাইনিং থেকে সরবরাহ করা নিম্নমানের পচা-গলা খাবার তাদের জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। তীব্র পানি সংকট ছাত্রীদের নিত্যসঙ্গী। এ অবস্থার কারণে রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, কুয়েত মৈত্রী হল এবং বেগম ফজিলাতুন্নেসা হল ও নবাব ফয়জুন্নেসা ছাত্রী নিবাসের সাড়ে ৯ সহস্রাধিক আবাসিক ছাত্রীর শিক্ষাজীবন দুঃসহ হয়ে পড়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের প্রথম ও সর্ববৃহৎ আবাসিক হল রোকেয়া হল। এ হলে ছাত্রীদের আবাসিক সিট সংখ্যা বর্তমানে ১২৬৫টি। দ্বৈতাবাসিক সহ এ হলে বর্তমানে বাস করছে প্রায় ৪ হাজার ছাত্রী। এ হলের আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিবছর এ হলে অধিভুক্ত হওয়া ৫ শতাধিক ছাত্রীর মধ্যে বহু ছাত্রী প্রথমদিকে অনেকটা আত্মগোপন করে হলে বসবাস করে। স্থান সংকুলানের অভাবে এ হলে রয়েছে ১টি গণরুম। যেখানে বাস করে ২০-২৫জন ছাত্রী।

১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ছাত্রী নিবাস শামসুন্নাহার হল। এ হলে মেয়েদের আবাসিক ১০৩৪ টি আসন থাকলেও বসবাসের জন্যে রয়েছে মোট ৬টি গণরুম। এসব রুমের প্রতিটিতে ২০-২৫ জন করে ছাত্রী বসবাস করে। কখনো কখনো সেখানে ৩০-৩৫জনও থাকে। হলের ছাত্রীরা জানান, হলের ১০২, ১৪১, ২৪১, ৩৪১, ৪৪১, ৫৪১ রুমকে গণরুম করা হয়েছে। হলের কোন গেস্ট রুম নেই। মেয়েদের গেস্ট আসলে বারান্দায় বসতে দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবাসিক শিক্ষকরা মেয়েদের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকেন। হলের কাজ নিজেদের লোকদের দিয়ে করান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী মিতু জানান, তিনি যখন প্রথম বর্ষে ছিলেন, তখন ৫৪১ নম্বর রুমে একসাথে ৩৫ জন ছিলেন। বর্তমানে এ হলে বাস করছে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ছাত্রী।

মেয়েদের সবচেয়ে ছোট হল হলো ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল এবং ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল। কুয়েত মৈত্রী হলে আবাসিক সিটের সংখ্যা ৫২২ টি। কিন্তু দ্বৈতাবাসিকসহ এ হলে বর্তমানে দেড় হাজারের অধিক ছাত্রী বসবাস করছে। এ হলে গণরুমের সংখ্যা ৪টি। হলের ১০৮,১০৯,১১০ ও ১১৮ নম্বর রুমে কমপক্ষে ১৮ থেকে ২০ জন ছাত্রী বসবাস করেন। হলের ছাত্রী আসমা বলেন, রাত দেড়টার পরে হলের পড়ার রুম বন্ধ করে দেয়া হয়। এ জন্য পরীক্ষার সময় গণরুমে বসবাসকারী ছাত্রীদের মারাত্মক সমস্যা হয়। একই সময় টিভি রুমও বন্ধ করে দেয়া হয়। হলে কম্পিউটার রাখাও নিষেধ রয়েছে। ছাত্রীদের বিনোদন থেকে বঞ্চিত করা হয়। আর বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের ৫০৮টি সিটে বসবাস করছে প্রায় ১ হাজার ছাত্রী। নবাব ফয়জুন্নেসা ছাত্রী নিবাসটি এমফিল ও পিএইচডি ছাত্রীদের জন্যে। বর্তমানে সেখানে প্রায় ২শ ছাত্রী থাকছেন। নবাব ফয়জুন্নেসা ছাত্রী নিবাসেও বেহাল দশা বিরাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ছাত্রী হল-হোস্টেলের আবাসিক ছাত্রীদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ তাদের একটি হলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েই যেন দায়িত্ব শেষ করে ফেলেছে। কি সমস্যা বা সম্ভাবনা এখানে রয়েছে, তারা লেখাপড়া করতে পারছে কি না ইত্যাদি দেখার যেন কেউ নেই। রোকেয়া হলের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী মৌসুমী ইসলাম বলেন, হলে থাকার বাড়তি সুবিধা থাকলেও অসুবিধাই বেশি। কারণ ছাত্রীর তুলনায় রুম কম। চার সিটের রুমে কমপক্ষে ৭-৮ জন থাকতে হয়। অনেক সময় আরও বেশি ছাত্রীকে একসঙ্গে থাকতে হয়। তাছাড়া বাসায় থাকার যে আনন্দ তা এখানে নেই। এখানে রুচি সম্মত খাবার পাওয়া যায় না। রুমে জিনিসপত্র রাখারও সমস্যা হয় ব্যাপকভাবে। তিনি সারারাত হলের পড়ার রুম খুলে রাখার জন্য হল কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

হলে থাকার বাড়তি সুবিধার চাইতে অসুবিধা বেশি। ছাত্রী সংখ্যার তুলনায় হল কম। শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে

শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী আফরোজা বলেন, ছয়টি গণরুমে ২০-২২ জন করে থাকে। হলে রিডিং রুম নেই। অন্যরুমগুলোতে ডাবলিং-ট্রিপলিংয়ে থাকার কারণে ছাত্রীদের পড়ালেখা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। ডাইনিংয়ে নিম্নমানের খাবার দেয়া হয়। ছাত্রীরা বাজার করে রান্না করে খাবে, তারও উপায় নেই। দাদুরা (কর্মচারী) পচা ও নষ্ট তরকারি বিক্রি করে। ওয়াশ রুম সমস্যা প্রকট। গোসল করতে গেলে আগে বুকিং না দিলে দীর্ঘ লাইন ধরতে হয়। বৃষ্টি হলে এক্সটেনশন ভবনের ছাদ গলে রুমে পানি পড়ে। প্লাস্টার খসে পড়ে ছাত্রীদের ওপর। আর পুরো ভবনটি যেন মনে হয় কোন ফাঁকা ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটতে গেলে 'ভুম' 'ভুম' আওয়াজ হয়। মৈত্রী হলের ছাত্রী সুবর্ণা বলেন, সমস্যায় জর্জরিত পুরো হল। সমস্যা কোনটা রেখে কোনটা বলবো। ডাইনিংয়ে খাবার খেতে গেলে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। উচ্চদাম, নিম্নমানের খাবার। তাও আবার পরিমাণে এত কম যে, আগে না গেলে সে বেলা না খেয়ে থাকতে হয়। সহস্রাধিক ছাত্রী হলে থাকলেও মাত্র ৩০ সিটের দুটি রিডিং রুম আছে হলে। হল লাইব্রেরিতে নেই পর্যাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় বই। কর্মচারীরা ইউনিফর্ম থাকা সত্ত্বেও তা পরে ডিউটি পালন করেন না। ফলে ভিজিটর আসলে কাকে রেখে কাকে কল দেবেন, তা নিয়ে পড়ে যান বিপাকে। হলের ছাত্রীদের কাছ থেকে নেয়া হয় অতিরিক্ত চার্জ।

সব হলেই ছাত্রীদের জন্য ডাক্তার নিয়োজিত আছেন। কিন্তু ডাক্তারের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে রয়েছে ছাত্রীদের হাজারো অভিযোগ। প্রত্যেক হলে যেখানে গড়ে দেড় সহস্রাধিক ছাত্রী বসবাস করেন, সেখানে তাদের জন্য মাত্র চার হলে চার জন ডাক্তার আছেন। বেতনভোগী হওয়া সত্ত্বেও যেন দয়া করে তারা রোগী দেখেন। রাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (মাত্র ২ ঘণ্টা) রোগী দেখেন। ডিউটি সময় ছাড়া ডাক্তার রোগী দেখতে চান না। আইন বিভাগের ছাত্রী আফরোজা জানান, প্রথম বর্ষে গণরুমে উঠেছি। দ্বিতীয় বর্ষে ডাবলিং পারমিশন, তৃতীয় বর্ষে সিটের অধিকারী। সেই থেকে ডাবলিং রাখছি। এখন আছি মাস্টার্সে। তিনি বলেন, ডিবেট, খেলাধুলা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলে নিয়মিত করা উচিত। কারণ পরিবার ছেড়ে হলে এসে একজন ছাত্রী খুবই কষ্টের মধ্যে থাকে। বিনোদন ও আনন্দের মাঝে সেটি ভুলে থাকা যায়।

ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের ছাত্রী শিরিন বলেন, হলে বিনোদন বলতে শুধু টিভিকেই বুঝি। তাও সীমিত চ্যানেল। যান্ত্রিক ত্রুটি লেগেই থাকে। শামসুন্নাহার হলের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী তানজিন চৌধুরী লিপি বলেন, ঢাকায় সবার বাসা-বাড়ি নেই। আত্মীয়-স্বজনও থাকে না। মফস্বল থেকে আসা একটি মেয়ে বড় স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু আবাসন সমস্যার কারণে সে শুরুতেই ক্লাসে যোগ দিতে পারে না। কুয়েত মৈত্রী হলের সাজেদা বলেন, পেপার রুমে পর্যাপ্ত পেপার নেই। ভাল ম্যাগাজিন নেই। ইন্টারনেটের যুগ হওয়া সত্ত্বেও কোন হলেই ছাত্রীরা সে সুবিধা পায় না। গেস্ট রুম নামে মাত্র। অগোছালো। হল এলাকা এমনকি গেস্ট রুমে গার্জিয়ানরা এসে মাঝে-মধ্যে বিব্রতকর (!) অবস্থায় পড়ে।

শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী সুমী বলেন, বর্তমানে হলে প্রচলিত বিধি-নিষেধগুলো মেয়েদের পরিচালনার জন্য যথেষ্ট। আবাসন সমস্যা নিরসন এবং ডাইনিংয়ের খাবারের মান উন্নত করলে মেয়েদের কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়ে যাবে। হলের সিট সমস্যার কথা বলতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক ছাত্রী নাম না প্রকাশের অনুরোধে বলেন, হলে আছি লুকিয়ে। এখনও সিট পাইনি। একবার হলে ঢুকলে সারাদিনে বাইরে খুব জরুরি কোন কাজ না থাকলে আর বের হই না। কারণ বের হলে পুনরায় হলে ঢুকতে খালাদের সাথে লুকোচুরি খেলতে হয়।

আবাসন সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ

ছাত্রীদের আবাসিক সংকট নিরসনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কার্জন হলের পূর্ব পাশে রেলওয়ের ক্রয়কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট আরো একটি ছাত্রী হল নির্মাণের ঘোষণা দেন। অবিলম্বে হল নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, ৫০০ আসন বিশিষ্ট একটি ছাত্রীদের হলের নকশা ও টেন্ডার ইতিমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে। নির্ধারিত স্থানে বস্তি উচ্ছেদের বিলম্বের কারণে কার্যাদেশ প্রদানের পরও কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। তবে শিগগিরই কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।